279049 - আগে উমরার তাওয়াফ করবে; নাকি তারাবী পড়বে?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি এশার আযানের কয়েক মিনিট আগে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কার হারামে প্রবেশ করেছে সে কি জামাতের সাথে তারাবীর নামায আদায় করার পর উমরা পালন করতে পারবে; যাতে করে সে ইমামের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়; যতক্ষণ না ইমাম সমাপ্ত করে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হচ্ছে সবকিছুর আগে তাওয়াফ শুরু করা; যেমনটি দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর 'মানসাক'-এ। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার পর তাওয়াফ দিয়ে শুরু করেন। তাওয়াফের আগে তিনি তাহিয়্যাতুল মাসজিদও পড়েননি। বরং মসজিদে হারামের তাহিয়্যা হচ্ছে তাওয়াফ।

উরওয়া (রহঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আগমন করলেন তখন প্রথম তিনি যা করলেন সেটা হল ওযু করে তাওয়াফ করা।"[সহিহ বুখারী (১৬১৪) ও সহিহ মুসলিম (১২৩৫)]

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এই হাদিসে দলিল রয়েছে যে, আগন্তুকের জন্য তাওয়াফ দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব। কেননা সেটাই হচ্ছে মসজিদে হারামের তাহিয়্যা বা সম্ভাষণ। কোন কোন শাফেয়ি আলেম ও তার সাথে একমত পোষণকারীগণ এই হুকুম থেকে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত নারীকে বাদ রেখেছেন, যে নারী পুরুষের মাঝে বের হয় না। এমন নারী যদি দিনের বেলায় আগমন করেন তাহলে তার জন্য রিম্বে রাতে তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।

অনুরূপভাবে কেউ যদি ফরয নামায কিংবা ফরয জামাত কিংবা মুয়াক্কাদা জামাত কিংবা কাযা নামাযের জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করেন তবে এ সব আমলকে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ)-এর উপর প্রাধান্য দিবে।"[ফাতহুল বারী (৩/৪৭৯)

থকেে সমাপ্ত]

এর থকেে জানা যায় যে, জামাতরে সাথে নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা হলওে সটোকে তাওয়াফরে উপরে প্রাধান্য দওেয়া হবে।

ইবনে কুদামা বলনে:

"মসজদিে প্রবশে করার পর যদি কোন ফরয নামাযরে কথা কংিবা কাযা নামাযরে কথা স্মরণে আসে কংিবা ফরয নামাযরে ইকামত হয়ে যায় তাহলে তাওয়াফরে উপর এগুলোকে অগ্রাধকিার দবিে। যহেতেু নামায হচ্ছে ফরয; আর তাওয়াফ হচ্ছে তাহয়িযা। এবং যহেতেু তাওয়াফরে মাঝে যদি ইকামত হয়ে যায় তাহলে নামাযরে জন্য তাওয়াফ কর্তন করতে হয়। তাই নামায দয়িে শুরু করা যুক্তযিুক্ত। আর যদি ফজররে দুই রাকাত সুন্নত নামায কংিবা বতিরি নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা করে কংিবা লাশ হাযরি থাকে সক্ষেত্রেে এ আমলগুলোকে প্রাধান্য দবিে। যহেতেু এগুলো এমন সুন্নত আমল যগেুলো ছুটে যাবে; কন্িতু তাওয়াফ তো আর ছুটে যাবে না।"[আল-মুগনী (৩/৩৩৭) সমাপ্ত]

এ কারণ দর্শানো থকেে গ্রহণ করা যায় যে, ইমামরে সাথে তারাবীর নামায পড়াকে তাওয়াফরে উপর প্রাধান্য দয়ো হবে। যহেতেু সটো এমন সুন্নত যা ছুটে যাওয়ার ভয় আছে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: হজ্জকারী ও উমরাকারীর উপর নামাযরে জন্য তাওয়াফ বা সায়ী স্থগতি করা কি আবশ্যক?

জবাবে তনিি বলনে: "যদি ফরয নামায হয় তাহলে নামায পড়ার জন্য তাওয়াফ বা সায়ী স্থগতি করা আবশ্যক। কনেনা জামাতরে সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি। এর জন্য সায়ী স্থগতি করার রুখসত বা অবকাশ দওেয়া হয়ছে।ে তাই তার সায়ী বা তাওয়াফ থকেে বরে হওয়াটা হবে বধৈ বরে হওয়া। আর জামাতে প্রবশে করাটা হবে ওয়াজবি প্রবশেকরণ।

পক্ষান্তরে যদি নফল নামায হয়; যমেন রমযানরে তারাবীর নামায; তাহলে সজেন্য সায়ী ও তাওয়াফ স্থগতি করবে না।

তবে, উত্তম হচ্ছে এভাবে চষ্টো করা যাতে করে তাওয়াফ তারাবীর পরে পড়ে; যনে জামাতরে সাথে তারাবীর নামায আদায় করার ফযলিত থকেে নজিকেে বঞ্চতি না কর।ে"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিসি শাইখ ইবনে উছাইমীন (২২/৩৪৯-৩৫০)]

পূর্বোল্লখেতি আলোচনার ভত্িততিে:

যে ব্যক্তি উমরা করার উদ্দশ্যে এশার আযানের কয়েক মিনিট আগে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছে সে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীর নামায আদায় করে তারপর উমরা আদায় করবেন; যাতে করে তিনি মর্যাদাপূর্ণ উভয় আমল পালন করতে পারেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।